R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে পৌষ বুধবার, ১৪১৭।
১২ই জানুয়ারী ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

দেহ ব্যবসার তাগিদেই কি দু' সন্তানের জননী গৃহবধূ আশা পুরোনো ডেরায় ফিরে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রামের প্রয়াত ভূষণ ঘোষের নাতি সুনীল ঘোষের ছেলে প্রবোধের স্ত্রী, দু'সন্তানের জননী আশা তাঁর শ্বশুর, দেওর, খুড় শ্বশুর ইত্যাদিকে আসামী করে জঙ্গিপুর কোর্টে বধূ নির্যাতনের মামলা করেন। তার প্রেক্ষিতে শ্বশুর সুনীল ঘোষ, খুড়শ্বশুর ডাবলু ঘোষ ইত্যাদি গ্রেপ্তার হন। পরে তারা জামিন পান। এই ঘটনার অনুসন্ধানে জানা যায় – প্রায় পনর বছর আগে সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের দিলীপ রায়ের মেয়ে আশার সঙ্গে প্রবোধের বিয়ে হয়। এই বিয়েতে ঘটকালি করেন ভূষণের মামীমা কচি ঘোষ। এ প্রসঙ্গে প্রবোধের দাদা যোগেশ জানান – বিয়ের পর থেকেই আশার কথাবার্তা বা মেলামেশা অন্য বৌদের মত ছিল না। বাইরে বার হবার একটা নেশা তার মধ্যে বরাবরই ছিল। এই সুবাদে আশপাশের কিছু ছেলে-ছোকরার সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে হয় তার। কিন্তু তার গতিবিধি পালটায় না। লোক লজ্জার ভয়ে আমরা সব কিছু সহ্য করতে বাধ্য হই। যোগেশ জানান এদিকে আশার মা পার্বতী, মাসি লালমনি, মেসো নিরঞ্জন নানা অজুহাতে আশাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। দুটো দুধের শিশুকে ফেলে রেখে একদিন হঠাৎ (শেষ পাতায়)

এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে শবদেহ নিয়ে সিপিএমের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের উজির মোমিনটোলা গ্রামের রিঞ্জু সেখ নামে এক যুবক নৃশংসভাবে খুন হন। তার দুটো চোখ তুলে নেয়া হয়। এর প্রতিবাদে রিঞ্জুর শবদেহ নিয়ে ডি.ওয়াই.এফ.আই এর ধিক্কার মিছিল ৬ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর প্রদক্ষিণ করে। এ প্রসঙ্গে সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন – সিপিএম সমর্থিত পরিবারের ছেলে রিঞ্জু। মুম্বাই-এ সোনার কাজ করত। কিছুদিন আগে বাড়ী এসেছিল। কংগ্রেসের গুণ্ডারা রিঞ্জুর দুটো চোখ তুলে নিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। নদীর ধারে ক্ষেত থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা। আমরা অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করছি। অন্যদিকে সেকন্দরা এলাকার কংগ্রেস নেতা প্রকাশ সাহার বক্তব্য। রিঞ্জু হত্যার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই। বর্তমানে শান্ত গিরিয়া-সেকেন্দ্রা অঞ্চলে অশান্তি আনতে কংগ্রেসকে জড়িয়ে ভোটের মুখে সিপিএমের এটা একটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু না। রিঞ্জু মুম্বাইএ সোনার কাজ করত। ভৈরবটোলা সোনারপাড়ার সম্পর্কে রিঞ্জুর কাকা কালু সেখও ওখানে সোনার কাজ করত। কিছুদিন আগে ওরা দু'জনেই বাড়ী ফেরে। রিঞ্জু নাকি কালুর কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। গত ৪ জানুয়ারী রিঞ্জু কালুর বাড়ী যায়। এরপর থেকেই তার আর (শেষ পাতায়)

পিকনিক করতে গিয়ে দু'দলের সংঘর্ষে একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার চাঁদপুর ও পুঁটিমারী এলাকায় ফিডার ক্যানেলের ধারে পিকনিক করতে গিয়ে ১ জানুয়ারী ২০১১ দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হাতাহাতি চলে আসে। এরফলে ইসমাইল সেখ (৩৩) ঘটনাস্থলে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। গুরুতর আহত মাইদুল সেখ ও জয়দুর সেখকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায় ঐদিন দেবীদাসপুর গ্রামের ১০/১২ জন যুবক ওখানে পিকনিক করছিলেন। কিছুটা দূরে পুঁটিমারী গ্রামের একদল (শেষ পাতায়)

সুভাষদ্বীপে মদ্যপদের মারামারি থামাতে র‍্যাফ নামলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের সুভাষ দ্বীপে গত ৯ জানুয়ারী '১১ বেশ কিছু পার্টির সঙ্গে সিটু পরিচালিত জঙ্গিপুর অটো রিক্সা ইউনিয়নের ড্রাইভার ও মালিকসহ প্রায় তিনশোজন লালটুপি মাথায় দিয়ে পিকনিক করতে যান। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে না হতে অনেকে মদ্যপ অবস্থায় নাচানাচি শুরু করেন। নেশার ধাক্কায় রিক্সা ভ্যানের ওপর রাখা বড় সাইণ্ডবক্স মাটিতে পড়ে যায়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। গণ্ডগোলে অনেকের খাওয়া দাওয়া মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় ডিউটিরত পুলিশ সবুজ দ্বীপের শান্তি বজায় রাখতে লাঠি চার্জ করে। মদ্যপদের পাল্টা (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, ঢাকাই জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে পৌষ বুধবার, ১৪১৭

এসো পৌষ যেও না –

পৌষ মাস হইল লক্ষ্মী মাস। এই মাসে শীতের কুহেলী চারিদিককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরেরও জড়তা যাইতে চাহে না। এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দময়। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে চাষীরা। বড় পরিশ্রমের ফসল। তাই মনে আনন্দ। এই সময় শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া ওঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া ওঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গাড়ি বোঝাই হইয়া ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে তাহার গন্ধ। অপরদিকে সব্জির ক্ষেতেও ফসলের অপর্যাপ্ত সমারোহ। ফুলকপি, বাধাঁকপি, বেগুন, টমাটো, মটরশুঁটি, মুলো, পালং প্রভৃতি নানাবিবিধ শাকের আমদানি ঘটে হাটে বাজারে। হয় সব্জির মূল্য নিম্নমুখি। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সব্জির বিনিময়ে আসে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। এই সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য বনভোজন আয়োজিত হয় গ্রামেগঞ্জে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার অনুষ্ঠান। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে–'এসো পৌষ যেও না'। পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর ঊর্দ্ধগামী। নূতন চাউলের দাম তেমন সস্তা নয়। সরিষার তৈল আশি টাকা কেজি উঠিয়াছে। তরিতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি ৮/১০ এ আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন ষোলর নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম দশ/বার টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরিতরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল কুড়ি / চব্বিশ, আলু ছিল পনের / ষোল। এখন নতুন আলুর দাম ছুঁয়ে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইতে চলিয়াছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে সকল বাঙালী কহিবে – 'এসো পৌষ যেও না।'

সেলেব্রিটি

শীলভদ্র সান্যাল

'আচ্ছা, আপনার রোববারগুলো কেমন কাটে ? আপনার প্রিয় খাদ্যাভ্যাস কী ? আপনি যে এই লাইনে এলেন, সবচেয়ে বেশি উৎসাহ জুগিয়েছিলেন কে ? ধরুন, আপনাকে যদি সাতদিনের জন্য কোনও নির্জন দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হয়, সবচেয়ে প্রিয় কোন্ তিনটে জিনিস আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ?' প্রশ্নগুলি যাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত, তিনি অবশ্যই একজন সেলেব্রিটি। তাঁর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্ন কাগজ থেকে সংকলন ক'রে এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইদানিং ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা যাঁকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হয়, তিনি একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ কিনা সেলেব্রিটি। প্রশ্ন উঠতে পারে, মাতৃ আরাধনার আবার উদ্বোধন কী ? কেন ? এ তো সেকালেও ছিল ! বণিক কুলপতি চাঁদ সদাগর মনসা পুজো করেছিলেন বলেই উপেক্ষিতা দেবী মর্ত্তে পুজোর ছাড়পত্র পেলেন ! শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের জেরে দেবী দুর্গা তাঁর পুজো বসন্তকাল থেকে এগিয়ে শরতে নিয়ে এলেন। বাসন্তী থেকে হলেন শারদা। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের পেছনেও তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের সময়ে এক একজন সেলেব্রিটি। সুতরাং আধুনিক কোনও সেলেব্রিটিকে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করা যেতেই পারে ! তাতে পুজোর মান অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়, ক্লাবের মর্যাদা বাড়ে। সর্বোপরি লোকের ভিড় হয়, প্রতিমা নয়, তাঁকে দেখবার জন্য। বইমেলার এত নম্বর স্টলে অমুক চাকলাদারের চতুর্দশতম কবিতার বইটি উদ্বোধন করবেন তমুক চক্কোত্তি, ওঁরা প্রত্যেকেই সেলেব্রিটি। ধূমায়মান কফি সহযোগে রবিবারের সান্ধ্য আড্ডা, বিতর্কসভা, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম প্রভৃতি স্থানে এঁদের দেখতে পাবেন আপনি। গরম মশলা দিলে যেমন রন্ধন দ্রব্যের স্বাদই পাল্টে যায়, আতরের গন্ধে চারিদিক ম ম করে, তেমনি এঁদের মহার্য উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের রঙটাই কেমন বদলে যায়! হাই ভোল্টেজ পাওয়ারের মত এঁরা তাঁদের 'ইমেজ' মহিমার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে লোক টানতে সক্ষম। ফিল্ম স্টার, মন্ত্রী, সঙ্গীত শিল্পী, নট, নৃত্যশিল্পী, রাজনৈতিক নেতা, বিখ্যাত খেলোয়াড়, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাফিয়া ডন – এঁরা সবাই সেলেব্রিটি। এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি কদর, নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, ফিল্ম স্টারদের। যাঁর যত বেশি ছবি 'হিট' করেছে, যাঁর অর্থমূল্য যত বেশি, সব প্রযোজককে একসঙ্গে ডেট দিতে পারেন না এবং যিনি বাইরে বেরুলে যত বেশি মব্‌ড (জনাক্রান্ত বা ফ্যানাক্রান্ত) হয়ে যান, তিনি তত বড় সেলেব্রিটি। এঁদের মধ্যে অনেকে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেখানেও সমান সফল। নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে সাংসদ অথবা মন্ত্রী, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত। আর যাঁরা পোড় খাওয়া রাজনীতিক, বিশেষতঃ যাঁর জঙ্গি ইমেজ যত বেশি, অথবা জনমোহনী শক্তি এবং প্রায়ই যাঁর ছবি কাগজে ছাপা হয়, তিনি একজন বড় সেলেব্রিটি তো বটেই। এবারে চলুন সাহিত্যিকদের পাড়ায় ঘুরে আসি। যে সাহিত্যিক যত বেশি সংখ্যক পুজো সংখ্যায় লিখে থাকেন, যাঁর শতাধিক বই বাজারে বেরিয়ে গেছে একাধিক সংস্করণ সমেত এবং যাঁর একটি লেখা পাবার জন্য সম্পাদক মশাইরা হা-পিত্যেশ করেন, তাঁকে সেলেব্রিটি না বলে উপায় কী ? খেলাধূলার জগতে কিক্রেটারদের মত এত বড় সেলেব্রিটি আর কারা ? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারের কথা না তো ছেড়েই দিলাম, একটা দু'টো ওয়ান ডে-তে ধুন্ধুমার ব্যাটিং বা দুর্দান্ত বোলিং করে সব সেলেব্রিটি হয়ে যাচ্ছে, মিডিয়ার উজ্জ্বল আলোর ফোকাস এসে পড়ছে তার ওপর, তাকে দিয়ে মডেলিং করানোর জন্য কোম্পানীগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। টিভির পর্দায় মাছির মত সেঁটে থেকেও তৃপ্তি নেই যেন, পরদিনের টাটকা খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সবাই, ওদিকে উঠতি স্টারকে ঘিরে অটোগ্রাফ শিকারিদের ভিড়, টিন এজার মেয়েরা প্রেমে পড়ার জন্য পাগল। যদিও অলিম্পিক পদক প্রাপ্তির তালিকায় আমরা ঠিক কোথায়, তা দূরবীণ দিয়ে চোখে দেখতে হবে। ঘাঁটতে হবে রেকর্ড বুক, ঠিক কত বছর আগে আমরা হকিতে সোনা পেয়েছিলাম। ইদানিং আবার এক টেনিস সুন্দরীকে নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। একটিও আন্তর্জাতিক খেতাব না জিতেও শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কিয়ের জোরে সম্প্রতি তিনি এক নামী সেলেব্রিটি। তাঁর জন্মদিনে কেক খাওয়ার ছবি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক ও অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটাররা লেখেন আত্মজীবনী, কোনও কোনও সেলেব্রিটি সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের জড়িয়ে নেন, এঁদের মধ্যে দু' একজন ব্যতিক্রমী সেলেব্রিটি যাঁরা মাদাম তুঁজোর স্টুডিওতে মোমের স্টাচু হয়ে যান। মাফিয়া ডন বিশেষতঃ যাঁরা আন্তর্জাতিক চক্রের প্রধান পাণ্ডা, সেলেব্রিটির দৌড়ে তাদের ধারে কাছে কেউ আসে না। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ঘেরাটোপে প্রচ্ছন্ন, দুর্লভদর্শন, গোয়েন্দাবাহিনী এমন কি, ইন্টারপোলের ধরাছোঁওয়ার বাইরে এইসব (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর বইমেলা প্রসঙ্গে

টানা কয়েকবছর ধরে চলে আসা জঙ্গিপুর বইমেলাকে কেন্দ্র করে এই শহরের মানুষদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মত। যে কোন বড় শহরের বইমেলার মত এখানেও এত লোকসমাগম হয় যার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যায় না। বই বিক্রেতাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি অত্যুৎসাহী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্র সার্ধশত বর্ষে কোন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বা রবীন্দ্রগবেষককে দিয়ে বই মেলার উদ্বোধন হলে মনে হয় মেলার উৎকর্ষ বাড়বে।

– শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

সেলেব্রিটি

(২য় পাতার পর)

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা তো জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি। বড় রকমের সেলেব্রিটি।

সেলেব্রিটি হওয়া বা করার পেছনে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। মিডিয়ার নাগরদোলায় কেউ উঠছে, কেউ নামছে। যার যখন যেমন ফর্ম তার তেমনই বাজারদর। যারা উঠতি যশঃপ্রার্থী তারা যেমন মিডিয়ার ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য পাবার জন্য ব্যাকুল তেমনই নিজের উৎকর্ষ ও মিডিয়ার কল্যাণে যারা প্রতিষ্ঠিত, তাদের পেছন পেছন ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে বিজ্ঞাপনের স্পনসরসিপ। পেপসি থেকে পেপসোডেন্ট, মিরিন্দা থেকে ম্যাগডাওয়েল, হেয়ার ডাই থেকে হাঁজার ওষুধ – যে কোনও বিজ্ঞাপনে সেলেব্রিটিদের চাহিদা আজকাল তুঙ্গে। বিপণনের দুনিয়ার তারাই তো রোল মডেল।

সম্প্রতি এক আত্মীয়ের কন্যার বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কলকাতা গিয়েছিলাম। আলো ঝলমলে এক সন্ধ্যায়, ভোজবাড়ির ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ দেখি, এক ঝাঁ চকচকে গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক উগ্র আধুনিকা, সুবেশা তন্বী। হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে ঘিরে উৎসুক সকলের ভিড়। আমার চারদিক প্রায় ফাঁকা। স্বভাবতই কৌতুহল হল। পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি ছোট পর্দার একজন নিয়মিত অভিনেত্রী। এবং তাঁকে চিনিনা শুনে সকলে আমার প্রতি সবিস্ময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মনে মনে নিজের অজ্ঞতায় সঙ্কুচিত হয়ে ভাবলাম, একজন আস্ত সেলেব্রিটি বিয়ের ভোজসভায় এসে তাঁর গ্লামারের রোশনাই জ্বেলে দিয়ে গেলেন, আর আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না ! ছিঃ লজ্জার একশেষ।

তারাপুরে তৃণমূল সেবাদলের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৯ ডিসেম্বর সামসেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সেবাদল ধুলিয়ানের তারাপুর বিড়ি শ্রমিক হাসপাতালে ১৪ দফা দাবীযুক্ত স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপি নেন হাসপাতালের ডাঃ অসীম সরকার। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস সেবাদলের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি সুনীল সরকার, সহ সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, ব্লক নেতৃবৃন্দ সেন্টু সেখ, মোহাঃ আসগার আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধুলিয়ানের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করে কেন্দ্র সরকার। এখানে আরও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ও নার্সের প্রয়োজন। যে সব ডাক্তারবাবু আছেন তাঁরা প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত থাকেন। এই হাসপাতালের সুপার ডাঃ অমিতাভ মুখার্জী সারা দিনে নিজের কোয়ার্টার ছাড়া ধুলিয়ান বাজার ও ফরাক্কায় প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। অন্যান্য ডাক্তাররাও একই পথের পথিক। এখানে চিকিৎসা করেন নার্স ও আয়ারা।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

সংখ্যালঘু উন্নয়নে প্রকৃত কাজ পশ্চিমবঙ্গেই

আপনি জানেন কি ?

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের সূত্রে জমির পাট্টা প্রাপকদের

প্রায় ১৮ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

জানেন কি ?

বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে (বি এস কে পি) উদ্যোগীদের

২০ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

জানেন কি ?

রাজ্যে ইন্দিরা আবাস যোজনায় অনুমোদিত প্রাপকদের

২২ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত

জানেন কি ?

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পে

উদ্যোগীদের ৩০ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

জানেন কি ?

রাজ্যে এম এস কে / এস এস কে শিক্ষকদের

৩৭ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার সরকার আপনার পাশে

স্মারক নং : ১৪০৩ (২২) তথ্য / মুর্শিঃ তাং ২৭-১২-১০

রেলে মাথা দিয়ে যুবতীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মহম্মদপুর পশ্চিমপাড়ার গোফুর সেখের মেয়ে সায়েদা খাতুন (১৮) গত ৬ জানুয়ারী মিঞাপুরে রেলে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। একটা মালগাড়ীর চাকার ধাক্কায় ঘটনাস্থলে সায়েদা মারা যান। খবর, বীরভূমের কাশিমনগরের দুই ছেলের বাবা তোফাজ্জুল সেখের (রাজীব) প্রেমে পড়েন সায়েদা। প্রেমালাপ বজায় রাখতে বিড়ি বেঁধে মোবাইলও কেনেন। প্রেমালাপের খবর সায়েদার মায়ের কানে পৌছলে তিনি মোবাইলটা পুকুরে ফেলে দেন। এই নিয়ে সায়েদার মায়ের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া হয়। এরপর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে সায়েদা কাশিমনগরে প্রেমিকের আশ্রয়ে তিন দিন কাটান। সেখানে তোফাজ্জুলের স্ত্রী ও গ্রাম্য মাতব্বরদের চাপে আবার তাকে মহম্মদপুরে ফিরে আসতে হয়। পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন সায়েদা।

মডেল স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের কমলকুমারী দেবী মডেল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষ উৎসব ও কমলকুমারীর ১০২তম জন্মদিন ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শেষ হয় গত ৫ জানুয়ারী '১১। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডাঃ হরিদাস নাথ মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের অন্যতমা সদস্যা মিনতি নাথ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এনাউর রহমান।

পিকনিক করতে গিয়ে দু'দলের সংঘর্ষে

(১ম পাতার পর)

ছেলেও পিকনিক করছিলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হবার পর গান ও নাচ চলছিল উভয় দলে। হঠাৎ একটা নাচ নিয়ে দু'দলের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। শেষে ওটা হাতাহাতিতে চলে যায়। ফিডার ক্যানেল লাগোয়া পুঁটিমারী গ্রামে এই খবর চলে যেতেই গ্রামের একদল লোক লাঠি-শাবল ইত্যাদি নিয়ে দেবীদাসপুর গ্রামের ছেলেদের ঘিরে ফেলে বেধড়ক পেটায়। সেখানে ইসমাইলকে মাটিতে ফেলে তার মুখের ওপর বড় পাথর দিয়ে আঘাত করে। তার মুখ থেঁতলে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। লাঠি ও শাবলের ঘায়ে গুরুতর আহত মাইদুল ও জয়দুরকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলে খবর।

সুভাষদ্বীপে মদ্যপদের মারামারি থামাতে র‍্যাফ

(১ম পাতার পর)

আক্রমণে পুলিশ ধরাশায়ী হয়। পরে র‍্যাফ নেমে বেধড়ক মারধোর শুরু করলে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। এদের গ্রেপ্তারে জঙ্গিপুর থেকে তেঘরী পর্যন্ত নাকি পুলিশ ছাপা মারে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম, সাউণ্ড বক্স ইত্যাদি পুলিশ আটক করে বলে খবর। ঘটনার পরদিন এলাকায় কোন অটো চলতে দেখা যায়নি।

দেহ ব্যবসার তাগিদেই কি দু'সন্তানকে

(১ম পাতার পর)

আশা সকলের অজান্তে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। এর কিছুদিন পর আশার বাবা দিলীপ রায় জোতকমলে এসে আশাকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। শেষে বালিয়ায় লোক পাঠিয়ে গ্রাম্য শালিসির মাধ্যমে আশা শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসেন। তখনও আমাদের পরিবারের কেউ জানে না তাদের পুত্রবধূ আশাকে তার মা, মাসি ও মেসো দেহ ব্যবসার তাগিদে শ্বশুর বাড়ী ছাড়া করে। আশার মা, দিদিমা, মাসির জীবিকা দেহ ব্যবসা। বর্তমানে তাদের বয়স হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ে মন্দাভাব দেখা দেয়। রুজি রোজগারের প্রয়োজনে তাই পুনরায় আশাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে চাপ দেয় তার মা। শেষে নিরুপায় হয়ে আশার বাবা দিলীপ রায় জঙ্গিপুর ফাঁড়ির সাহায্য নেন এবং দুটো শিশুকে জোতকমলে রেখে দিয়ে আশাকে নিয়ে চলে যান। এরপর মা মাসির নির্দেশে আশা বহরমপুরের বিভিন্ন হোটেলে দেহ ব্যবসা শুরু করেন। এছাড়া সাগরদীঘি, মোরগ্রাম বা বহরমপুরের বিভিন্ন ধাবাতেও নাকি আশার দেখা মেলে। এদিকে জোতকমলে ঠাকুমা সূর্যবালার লালন পালনে বড় হচ্ছে আশার আট বছরের ছেলে আশিস। সে এখন জোতকমল বিদ্যাভারতী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আর ছোট্ট মেয়ে মিলির বয়স চার। ছেলে-মেয়ের প্রতি আশার কোন মায়া-মমতা নেই। খোরপোশ আদায়ের মতলবে মিথ্যে বধূ নির্যাতনের মামলা করে শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের ওপর।

এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে

(১ম পাতার পর)

কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে রিঙ্কুর মৃতদেহ এলাকার মানুষ উদ্ধার করে। কালু বর্তমানে ফেরার। এস.ডি.পি.ও. ঘটনাস্থল ঘুরে গেছেন। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

র‍্যামেলের আধুনিক টাউনশীপ এলাকাই সাড়া জাগাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : র‍্যামেল ইণ্ডাসট্রিজ লিমিটেডের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, পলসণ্ডা, উমরপুর, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান ও লালগোলায় মার্টের জন্য জায়গা খরিদ এবং সেখানে বিল্ডিং তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বহরমপুর ও লালগোলায় নিজস্ব বিল্ডিং-এ অফিস চলছে পুরোদমে। উমরপুরে মিনারেল ওয়াটার ফ্যাক্টরীর কাজ নতুন বছরে শুরু হচ্ছে। ২০১১-র মাঝামাঝি ফ্যাক্টরী চালু হয়ে যাবে। এক সঙ্গে কাজ শুরু হচ্ছে খড়খড়ি ব্রীজের মুখে জঙ্গিপুর পুরসভার টোল আদায়ের গুমটির ঠিক পেছনে রঘুনাথগঞ্জের নিজস্ব বিল্ডিং। সেখানে হবে একতলায় অফিস ও দোতলায় মার্ট কমপ্লেক্স। এইসব মার্টে যাতে ভালো জিনিসপত্র ন্যায্য দামে গ্রাহকরা খরিদ করতে পারেন তারজন্য বিশেষ কার্ডেরও ব্যবস্থা থাকবে। ধুলিয়ান এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে সেখানে তৈরী হচ্ছে একটি আধুনিক হাসপাতাল। এর জন্য পাঁচ বিঘা জমিও খরিদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের গা ঘেঁষে তালাই গ্রামে প্রায় নব্বই বিঘা জমির ওপর নির্মাণ হবে আধুনিক টাউনশীপ। সেখানে নিরাপত্তার পাশাপাশি সব রকমের পরিষেবার দিকে লক্ষ্য রাখবে র‍্যামেল ইনডাসট্রিজ কর্তৃপক্ষ। রঘুনাথগঞ্জ শহরে বর্তমানে জায়গার তুলনায় মানুষ বেশী হয়ে পড়ায় বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন যা সামর্থ থাকলেও তা বাস্তবে পূরণ হতে পারছে না। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে শহরের মধ্যস্থলে র‍্যামেল দু'কামড়া ও তিন কামড়ার চারতলা ফ্ল্যাট তৈরীর পরিকল্পনা মতো জায়গাও কিনেছে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইনচার্জ রাসেদ মাহামুদ (উৎপল)।

জেলা পঞ্চায়েত উৎসব রঘুনাথগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী ২০১১ মুর্শিদাবাদ জেলা পঞ্চায়েত উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নানা কর্মসূচীর সঙ্গে থাকছে সারা জাগানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

কট্টর কংগ্রেসীরা এখন তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে গত ৯ জানুয়ারী এক সময়ের কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক পথসভায় ঐ ওয়ার্ডের ৩৭টি পরিবারের প্রায় ২৫০ ভোটার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। উল্লেযোগ্যদের মধ্যে আছেন কালু সেখ, রাকিব সেখ, ছাত্রনেতা ফিরোজ সেখ প্রমুখ। ঐ পথসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা নেতা সেখ মহঃ ফুরকান, ব্লক নেতা তাঞ্জিলুর রহমান, গৌতম রুদ্র প্রমুখ।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

- রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
- সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
- পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
- মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
- K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
- আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র ও এস. রায়

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।